দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১-৮

NOV. 19 2002

অডিট রিপোর্টের বরাত দিয়ে প্রকাশিত সংবাদ প্রসঙ্গে শেখ বোরহানুদ্দীন কলেজের শিক্ষকদের বক্তব্য

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের রিপোর্টের বরাত দিয়ে শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ প্রসঙ্গে একটি দৈনিকে গত ১১ নভেম্বর তৃতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি বস্তুনিষ্ঠ নয়। গত কিছু দিন ধরে একটি স্বার্থান্বেষী মহল অসৎ উদ্দেশ্যে বেশ কিছু অসত্য তথ্য ও অভিযোগ, বেনামে উপস্থাপন করে ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অধ্যক্ষের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতি ব্যাহত করার চেষ্টা করছে। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের কথিত রিপোর্টটিও তারই অংশ।

উত্থাপিত অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রকৃত তথ্য

১। বাংলাদেশে সদ্য পাশ করা- এক দিনেরও শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা নেই এমন বহু ব্যক্তি বিভিন্ন কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। অথচ, ১৯৭২ সাল থেকে অদ্যাবধি কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত এবং এ কলেজেও প্রায় ১০ বছর চাকুরী করার পর, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের বিরুদ্ধে অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রতারণা ও কারচুপির অভিযোগ তোলা হয়েছে। অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকলে কারচুপির প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু যেখানে ঘাটতির প্রশ্ন নেই- সেখানে জালিয়াতির প্রশ্ন উঠবে কেন?

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক অধ্যক্ষ হিসেবে কাজী ফারুক আহমেদকে ঢাকা মহানগরীর অন্যান্য কলেজ অধ্যক্ষের অনুরূপভাবে বাড়ী ভাড়া ও অন্যান্য ভাতা দেয়া হয়। এর সবগুলিই কলেজ পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত। তবে ৪৮ হাজার ৮৭০ টাকা বেতন হিসেবে গ্রহণের তথ্য আদৌ সঠিক নয়। কলেজ থেকে বেতন বাবদ তিনি উত্তোলন করেন মাত্র ৫১৮০ টাকা।

৩। কলেজে ১১টি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স খোলাসহ শিক্ষা সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ডের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় কলেজ পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩ জন সহকারী অধ্যাপক উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁরা সরকার থেকে উপাধ্যক্ষ হিসেবে একটি পয়সাও পান না।

৪। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাবদ কলেজের নামে প্রদত্ত ব্যাংক ড্রাফটের পুরো টাকা কলেজ তহবিলেই ব্যাংকে জমাকৃত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পরিবর্তন, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের সম্মতি সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব ও জটিলতা, জাতীয় নির্বাচন, ইত্যাদি আয়ত্ব বহির্ভূত কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হলেও বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। অত্যন্ত স্বচ্ছ এ বিষয়টির ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উত্থাপন দুঃখজনক।

৫। কতিপয় শিক্ষক কর্মচারী নয়, কলেজ পরিচালনা পরিষদ কলেজের সকল শিক্ষক কর্মচারীদের আবাসন প্রকল্পের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান অনুমোদন করেছে। সকল শিক্ষক কর্মচারীর স্বার্থে এই গঠনমূলক ও ইতিবাচক কল্যাণধর্মী পদক্ষেপ সমালোচনা নয়, প্রশংসার যোগ্য।

৬। অডিট কমিটি হিসাব সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু প্রস্তাবও দিয়েছে যার হুবহু অনুসরণ করা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের একটি কলেজের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন তাদের মতে সব হিসাব এক ব্যাংকে এবং একটি মাত্র হিসেবে রাখতে হবে। কিন্তু কলেজ একটি ব্যাংকে না একাধিক ব্যাংকে হিসাব খুলবে তা বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্তের ব্যাপার।

৭। অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ এই কলেজে যোগদানের পূর্বে কলেজ কি অবস্থায় ছিল, আজ কোথায় এসেছে সে সম্বন্ধে এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সবাই অবগত। ব্যক্তিগত হীন স্বার্থে অথবা অসৎ উদ্দেশ্যে একজন ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর স্বার্থ জড়িত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করার চক্রান্ত যারা করছেন- তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক।

— শিক্ষকবৃন্দ